০৭-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মতন পতিতদের পবিত্র স্বরূপে পরিণত করার কর্তব্য করো , তাহলেই বাবার হৃদয়ে স্থানার্জন করতে পারবে ।

প্রশ্নঃ- কোন্ বাচ্চাদের সহজভাবে গুণের ধারণা হয় , তাদের প্রমাণ চিহ্ন গুলি কি কি ?

উত্তরঃ- যে বাচ্চারা পুরানো বন্ধু - আত্মীয় স্বজন, পুরানো দুনিয়ার থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নষ্টোমোহা হয় তাদের সর্বগুণের ধারণা সহজ হয়। তারা কখনও কারো নিন্দা করে একে অপরের মন খারাপ ক'রে না। বাবাকে পুরো ফলো ক'রে । শ্যাম বর্ণকে গৌর বর্ণে, লবণাক্তকে মিষ্টত্বে এবং পতিতদের পবিত্রে পরিণত করার সেবা দ্বারা প্রমাণ দেয়। সর্বদা প্রফুল্লিত থাকে।

গান :-- কে এই খেলা রচনা করেছে .....

ওমশান্তি। বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা এখন হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান বা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বিশেষ , এর পূর্বে আমরা অসুরী সম্প্রদায় ছিলাম। এখন আমরা ঈশ্বরীয় মতামত গ্রহণ করি। ঈশ্বরীয় মতামত দ্বারা আমরা কি শিক্ষা লাভ করি ? পতিতদের পবিত্র করা। এবারে প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো , যদিও আমরা পতিত-পাবনের সন্তান হয়েছি তবুও আমরা এখন বাবার কর্তব্য করছি কি ! দুনিয়ায় তো পিতার পেশা এবং পুত্রের পেশা ভিন্ন ভিন্ন হয়। অনেক প্রকারের পেশা হয়। অনেক প্রকারের মতামত আছে। পিতার এবং পুত্রের মতামত পৃথক হয়। এই হল ঈশ্বরীয় মতামত । তোমরা বাবাকে জেনেছ । দুনিয়া শুধু গায়ন ক'রে , প্রকৃত রূপে জানেনা যে পতিত-পাবন বাবা কিভাবে এসে পবিত্র করেন। তোমরা জানো পতিত-পাবন বাবা এসে আমাদের পবিত্র করে , পবিত্র স্বর্গের মালিক করছেন। এখানে তোমাদের হলই একমত । শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মতামত বাবা-ই এসে দেন । যে নিজেকে ঈশ্বরীয় সন্তান ভেবে নিশ্চয়ে থাকে , তাদের নিজের মনে জিজ্ঞাসা করা উচিত । যাদের এই বিষয়ে নিশ্চয় নেই তাদের দ্বারা কর্তব্য পালনও হবেনা । যারা বাবার আপন হয়ইনি তারা এই কর্তব্য কর্ম করতে পারবেনা। বাচ্চারা জানে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল পবিত্র হওয়া। চিত্র গুলিও চোখের সামনে রয়েছে । নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী রূপে পরিবর্তন । লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজবংশে আমরা যুক্ত হই। বাবা এসেছেন --- আমাদের পবিত্র করতে , তাহলে নিজেকে দেখতে হবে যে আমরা বাবার কর্তব্য পালন করছি কিনা ? বাবা কি করেছেন ? এই হসপিটাল বা ইউনিভার্সিটি খুলেছেন। বাচ্চাদেরও এই কর্তব্য । প্রথম প্রথম যখন বাবা এসেছিলেন তখন ছোট বাড়ি ছিল। মাম্মার কক্ষ থেকেও ছোট। পরমপিতা পরমাত্মা সেইখানেই এসে হসপিটাল বা ইউনিভার্সিটি খুলেছেন তারপর ধীরে ধীরে আরও বাড়ি ইত্যাদি তৈরী হয়। প্রথমে তো একটি ছোট গলিতে বাড়িটি ছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বাচ্চাদেরও হল এই কর্তব্য । তারপর শিক্ষাও দিতে হবে। শিক্ষিত জন ইউনিভার্সিটি খুলবে তাইনা । হ্যাঁ, অশিক্ষিত হয়েও খুলতে পারে , যে পড়তে পড়াতে পারে তাকে দায়িত্ব দিয়ে দেবে। তোমরা প্রিন্সিপাল হয়ে চালাও , যার দ্বারা অনেকের কল্যাণ হবে। বাবাও বলেন ব্রাহ্মণদের কর্তব্য-ই হল পতিতদের পবিত্র করা , কোনোরকম পতিত কর্ম না করা। কখনও বিকারে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া । কাউকে পবিত্র হওয়ার পরামর্শ দেওয়া তো খুবই ভাল কথা। বোঝানো হয় পবিত্রদের চরণে অপবিত্ররা এসে মাথা নোয়ায় । প্রথমে যখন ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয় তখন সন্ন্যাসী

ছিলনা । তাঁরা তো পরবর্তী সময়ে এসেছেন , সেইসময় ওনারা কোনো জ্ঞান দান করতেন না। এইসবতো পরবর্তীকালে সর্বব্যাপী- র জ্ঞান উত্থিত হয়েছে। প্রথমে বলা হত --- আমরা ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের রচনা সম্পর্কে জানিনা । না-ই এই কথা বোধগম্য ছিল যে ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতা। পিতা তবে সর্বব্যাপী হবেন কিভাবে । এখন বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের বোঝাচ্ছেন । সর্বব্যাপী-র জ্ঞানই ভারতকে কাঙাল , বিমুখ , নাস্তিক , অনাথ করেছে । এখন তোমরা সনাথ হয়েছ , সুতরাং অন্য অনাথদের সনাথ করার পুরুষার্থ করো। যারা পান্ডা হয়ে আসে তারা সনাথ করে নাথের সম্মুখে নিয়ে যায় কিনা । তাদেরও টান থাকে নিশ্চয়ই বেহদের পিতা দীন-নাথের কাছে বেহদের বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত হয়। বেহদের বর্সা হল -- বেহদ স্বর্গের বাদশাহী । হদের বর্সা হল নরক। নরকে রয়েছে দুঃখ --- তাই বাদশাহী বলা যাবেনা বরং গাধাগিরি বলা হবে। এখন বাচ্চাদের বাবার সেবা করা উচিত । পতিতদের পবিত্র করতে হবে। সারাদিন এই সার্ভিস করতে হবে --- পতিতদের কিভাবে পবিত্র করা যায়। প্রথমে এই প্রশ্ন রয়েছে যে আমরা পবিত্র হয়েছি ? আমাদের কোনো বিকার নেই তো ? যদি পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের স্নেহ আছে তবে সেই স্নেহের প্রমাণ কোথায় ? প্রমাণ হল পতিতদের পবিত্র করার কর্তব্য কর্মে যুক্ত থাকা। এই কর্তব্য পালন করছনা অর্থাৎ না-ই নিজে পবিত্র হয়েছ আর না-ই অন্যদের পবিত্র করতে পারবে। এই কর্তব্য না করলে উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবেনা । কল্প-কল্পান্তরের চুক্তি হয়ে যাবে। ধরে নেওয়া হবে ভাগ্যে নেই। ঈশ্বর প্রাপ্তির পরেও এই কর্তব্য পালনে দক্ষ হতে পারলেনা। বাবার হৃদয়ে তারা-ই স্থান অর্জন করবে যারা পবিত্র করার কর্তব্য পালন করবে। মানুষদের কড়িতুল্য থেকে হীরা সম জীবনধারী দেবতা স্বরূপে পরিণত করার পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা-মাম্মাও এই সেবাই করেছেন। বাবাও সার্ভিসে যান, বাচ্চাদের দেহে বিরাজিত হয়ে পতিতদের পবিত্র করার পথ বলে দেন , তো নিজেকে দেখা উচিত যে আমরাও ওঁনার মতন সার্ভিস করছি কিনা। যদি সেবা করিনা তবে হৃদয়ে স্থানার্জন করা হবেনা । অনেকে মোহের বশে বশীভূত হয়ে মোহজালে আটকে থাকে। বাবার সঙ্গে একরস স্নেহ থাকা উচিত কিনা আর সবকিছু থেকে নষ্টোমোহা হয়ে দেখাতে হবে। পুরানো বন্ধু আত্মীয় স্বজন , পুরানো দুনিয়া থেকে মোহ মিটে যাওয়া উচিত । যখন মোহ মিটবে তখনই গুণ ধারণ হবে। অনেক বাচ্চারা সারাদিন কি করতে থাকে । একে অপরের মন খারাপ ক'রে, নিন্দা ক'রে । অমুক এইরকম -- সে ঐরকম । প্রথমে তো নিজেকে দেখতে হবে , আমরা কি করছি ? বাবাকে আমরা ফলো করছি ? ফলো করলে তবেই খুশীর পারদ উঁচুতে থাকবে। যে সার্ভিস করবে সে খুশীতে সর্বদা প্রফুল্লিত থাকবে। নাম তো বের হয় তাইনা । বাবা বলেন তোমাদের তো বনবাসে থাকতে হবে। আটখানি তালি দেওয়া কাপড় পরতে হবে। এইরকম সময়ও আসবে। এমন কষ্ট হবে যে ছিন্ন বস্ত্রও মুসকিলে পাওয়া যাবে --- পরার জন্যে তাই এই সবকিছু থেকে মমত্ত মিটিয়ে দিতে হবে। যে অসুরী বন্ধু আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি রয়েছে তাদের দিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে দিতে হবে। আমাদের আরোহণ কলা রয়েছে, তার প্রমাণ তো চাই তাইনা । যারা পান্ডা হয়ে আসে , তারা প্রমাণ দেয়। সার্ভিসের উপযুক্ত হতে হবে। এমন নয় ডিস-সার্ভিস করে , লবণাক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যেই বাদ-বিবাদে ব্যস্ত থাকবে। যে ডিস-সার্ভিস ক'রে তাদের পদভ্রষ্ট হয়ে যায়। মানুষে মানুষে কত লবণাক্ত হয়ে থাকে। বলার নয়। তোমাদের কর্তব্য হল তাদের মিষ্টত্বে পরিণত করা। এইরকম লবণাক্ত মনোভাবের কেউ সম্মুখে এসে পড়লে বলা হবে ভবিতব্য । সেইসবও সহ্য করতে হবে। আমাদের তবুও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে লবণাক্ত মনোভাবকে মিষ্টি মনোভাবে পরিবর্তন করতে হবে। দেখো সূর্যের কত শক্তি , সমুদ্রের নোনা জল শুষে নিয়ে মিষ্টি জলে পরিণত করে দেয়। এইটিও তার সার্ভিস তাইজন্য ইন্দ্র দেব বলা হয় , বর্ষা

করিয়ে দেন। সুতরাং বাচ্চাদের মধ্যেও এত শক্তি থাকা উচিত । এমন নয় যে আরও লবণাক্ত করে দেবে। কেউ কেউ তো লবণাক্ত করে দেয়। তাদের চেহারা দ্বারা-ই প্রত্যক্ষ হয়। লবণাক্ত চেহারা শ্যাম , মিষ্টত্বে পূর্ণ চেহারা গৌর বর্ণ হবে। তোমাদের তো নিজেও গৌর বর্ণে পরিণত হয়ে শ্যাম বর্ণদের গৌর বর্ণ করতে হবে। বাবা কত দূর থেকে এসে এই সার্ভিস শেখান। বাবার সার্ভিস হল এই , পতিতদের পবিত্র করা। অনেককে পবিত্র স্বরূপে পরিণত করলে বাবা পুরস্কার দেবেন। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমরা কতজনকে গোরা করেছি। যদি কাউকে গোরা করছিনা তবে নিশ্চয়ই কোনো কুকর্ম করছি। বাবার মতামত অনুসারে না চললে কুকর্মই করছি। ফলতঃ পবিত্র রূপে পরিবর্তনকারীদের সম্মুখে বোঝা বইতে হবে। যাদের শক্তি আছে তারা বলবে বাবা আমাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিন। হাসপাতাল অনেক খোলা যায় কিন্তু ডাক্তার তো ভাল থাকা চাই। এমন ডাক্তারও হয় যারা ভুল ওষুধ দিয়ে জীবননাশ করে দেন। এখানেতো হল ঈশ্বরীয় দরবার। সবার কর্ম খাতা বাবার কাছে আছে। তিনি হলেন অন্তর্যামী । সব বাচ্চাদের আন্তরিক দশা জানেন। ইনি হলেন বাহ্যযামী। ইনিও অন্যদের পবিত্র করার পুরুষার্থ করেন। যারা পবিত্র রূপে পরিণত হয়না তারা সাজা ভোগ করে নিজের সেক্শানে চলে যাবে। সবাইকে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে হবে। নম্বর অনুযায়ী আসতে হবে। আগে বা পরে আসতে হয় কিনা। মধ্যিখান থেকে কেউ আসতে পারবেনা । বৃক্ষ যেমন তার ফল তেমনই হবে, তাতে কোনো পরিবর্তন হবেনা । এখন বৃক্ষের বিস্তারিত দশা হয়েছে। কে কে কোন্ কোন্ ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রত্যেকের জাতীয়তা সংখ্যায় কত , বোঝা কঠিন । প্রত্যেকের রীতিনীতি আলাদা আছে। তোমরা জানো যেরকম মূলবতনে বাস করে থাকে। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে হিসেব-নিকেস মিটিয়ে সেখানে ফিরে গিয়ে সবাইকে থাকতে হবে। উপরে হল নিরাকার আত্মাদের বৃক্ষ । কতটুকু স্থান লাগবে। খুবই কম। যেমন আকাশ তত্ব খুবই বিস্তর । মানুষ কত কম স্থানে বাস ক'রে । বোঝা যায় -- এতটুকু স্থানে মানুষের বাস। সমূদ্রে তো মানুষ বাস করেনা । ভূ-ভাগেই মানুষ বাস ক'রে । সমূদ্রের সীমা পাওয়া অসম্ভব । উপরে যাওয়ার চেষ্টা ক'রে । তাও অপরিসীম অনন্ত । বাবাকে আহ্বান ক'রে এসে পতিত থেকে পবিত্র করো। এমন নয় আমরা সেখানে গিয়ে আকাশ তত্বের পরিমাপন করব। আমরা আত্মারা উপরেই বাস করি। তবুও স্থান কম লাগে। আকাশ তত্ব তো বিশাল। এমনও নয় ঈশ্বর সেখানে বিরাজিত হয়ে আকাশ তত্বের পরিমাপন করবেন । এইসব বুদ্ধিতে কখনও আসবেনা । ওনার বুদ্ধিতে থাকে পার্ট প্লে করার। এমন নয় মহাতত্বের খোঁজ করতে হবে। এখান থেকে গিয়েই নিজ স্থানে বিরাজিত হবে। সেখানে কোনোরকম প্রচেষ্টা নেই। বাবা বলেন আমি থোরাই এই চেষ্টা করি । এইসব হল অনন্ত । আচ্ছা সীমান্ত প্রাপ্তিতে কি লাভ রয়েছে ? কোনো লাভ নেই। লাভ রয়েছে পতিতদের পবিত্র করাতে। আত্মারা নির্বাণধাম থেকে এসে পার্ট প্লে ক'রে । বাবাও এসে পার্ট প্লে করেন । ঐ হল শান্তিধাম । সেখানে কোনোরকম সংকল্প উৎপন্ন হয়না যে এইটা দেখি ঐটা দেখি। এখানে মানুষ কিসব ক'রে । । কত পরিশ্রম করে সীমান্ত খোঁজে ব্যস্ত থাকে। বাচ্চারা জানে সময় কম আছে। যুদ্ধ লেগে যাবে তখন এদের আওয়াজ ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে। উপরে আসা- যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ধন-সম্পদ নষ্ট করছে। লাভ কিছুই নেই। ভাবো কেউ যাচ্ছে , সেখান থেকে এসে কি ব'লে , এতেই হয় সময় নষ্ট , ধন নষ্ট , এনার্জি নষ্ট । সকলের এই দশা হয়েছে , শুধুমাত্র তোমাদের (বাচ্চাদের) ছাড়া। তাও যারা পুরুষার্থ করতে থাকে বাবার পরিচয় দেওয়ার , যাতে বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। এই ড্রামাতে বাবার হল হাইয়েস্ট পার্ট , নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করে সেই স্থানের যোগ্য করে তোলা। এখন তো সৃষ্টির শেষ সময় এসেছে । লোকেরা কতই না মাথা ঘামায়। সময় নষ্ট ক'রে , এভারেস্টে যদি গিয়ে দাঁড়িয়ে

যায় তবুও লাভ কোথায় ? মুক্তি জীবনমুক্তি তো প্রাপ্ত হয়না। বাকি দুনিয়ায় তো দুঃখ রয়েছে । তোমাদের বুদ্ধি এখন সলভেন্ট হয়েছে। তোমরা পুরুষার্থ করো অন্যদের নিজ সমান পরিণত করতে। স্কুলের টিচার প্রিন্সিপালকেও এইসব বোঝাও । বেহদের হিস্ট্রী জিওগ্রাফি শেখায়না। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা , দ্বাপর থেকে কলিযুগ কিভাবে হয় ? এই হল বেহদের হিস্ট্রী জিওগ্রাফি , এইসব জানলে তোমরা চক্রবর্ত্তী হবে। আমরা এই বিশ্বের হিস্ট্রী জিওগ্রাফি বোঝাই । সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরছে। এসো আমরা তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় দেই , যাঁকে নিরাকার বলা হয় আমরা তাঁর বায়োগ্রাফি শোনাই। ব্রহ্ম যোগী তো ব্রহ্মের জ্ঞান দেন। তারা আবার বলে দেন ব্রহ্ম সর্বব্যাপী । পরমাত্মা হলেন নলেজফুল , জ্ঞানের সাগর। তত্বকে জ্ঞানের সাগর থোরাই বলা হবে। বাবা তো বাচ্চাদেরকেও নিজ সম জ্ঞানের সাগরে পরিণত করে দেন। তত্ব কিভাবে নিজ সমান স্বরূপে পরিণত করবে। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) চড়তি কলা বা আরোহী কলার প্রমাণ দিতে হবে। সকলের দিক থেকে মোহ সরিয়ে সার্ভিসেবল হতে হবে। নিজেকে দেখতে হবে। অন্যের নিন্দা করে একে অপরের মন খারাপ করবেনা । কোনোরকম কুকর্ম করবেনা ।

২) বাবার মতন দয়ালু হতে হবে । কড়ি থেকে হীরা সম হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। লবণাক্তকে মিষ্টত্বে পরিবর্তন করার সেবা করতে হবে ।

বরদান :- মাস্টার দাতা হয়ে খুশীর খাজানা বিতরণকারী সকলের আশীর্বাদের উপযুক্ত হও ।

ব্যাখা: বর্তমান সময়ে সকলের অবিনাশী খুশীর প্রয়োজন। সকলেই হল খুশীর ভিখারী ।তোমরা হলে দাতার সন্তান । দাতার সন্তানদের কর্তব্য হল দেওয়া । সম্পর্কে যেই আসবে তাকে খুশী দান করো। কেউ যেন শূন্য হাতে ফিরে না যায় , এতখানি ভরপুর হয়ে থাকো। সব সময়ে দেখো যে মাস্টার দাতা হয়ে কিছু দিয়েছি নাকি শুধু নিজের মধ্যেই আনন্দিত রয়েছি ! অন্যদের যত দেবে সকলের আশীর্বাদের উপযুক্ত পাত্র হবে আর এই আশীর্বাদ-ই পুরুষার্থী করে তুলবে।

শ্লোগান - সঙ্গমের প্রাপ্তি স্মরণে রাখবে তো দুঃখ এবং যন্ত্রণার কথা স্মরণে আসবেনা ।